জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা),৭-৯ কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য-৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭
ই-মেইল info@nhrc.org.bd ওয়েব :www.nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগনং/suomoto-১৬/১৮-৪২৬ তারিখ: ০৩/০৪/২০১৮

বিষয়: এডভোকেট রথীশ চন্দ্রের নিখোঁজ।

০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ দৈনিক প্রথম আলো প্রত্রিকায় "রথীশ চন্দ্রের সন্ধান নেই, রংপুরে উদ্বেগ, বিক্ষোভ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, " গত শ্রক্রবার সকাল সোয়া ছয়টায় শহরের তাজহাট বাবুপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে রথীশ চন্দ্র আর বাড়ি ফিরেননি বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ৫৮ বছর বয়সী রথীশ চন্দ্র জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি ও মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলার সরকারি কৌসুলি ছিলেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক। আন্তর্জাতিক অপরাপধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এটি এম আজহারুল ইসলামের মামলার সাক্ষী ছিলেন তিনি।"

০২। এডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক-এর নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বিষয়টি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

০৩। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে তাঁকে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

আগামী তারিখ ২১/০৫/২০১৮ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য

সংযুক্তি: পত্রিকার প্রতিবেদন (১) পাতা।

(মোঃ শরীফ উদ্দীন)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জেলা প্রশাসক
রংপুর

রথীশ চন্দ্রের সন্ধান নেই রংপুরে উদ্বেগ, বিক্ষোভ

প্রথম আলো
০২/০৪/১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রথীশ চন্দ্র ভৌমিক

তিন দিন পেরিয়ে গেলেও সরকারি কৌঁসুলি ও আওয়ামী লীগ নেতা রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় গতকাল রোববারও নানান সংগঠন রংপুর শহরে মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করে।

গত শুক্রবার সকাল সোয়া ছয়টায় শহরের তাজহাট বাবুপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে রথীশ চন্দ্র আর বাড়ি ফেরেননি বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ৫৮ বছর বয়সী রথীশ চন্দ্র জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি ও মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলার সরকারি কৌঁসুলি ছিলেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এ টি এম আজহারুল ইসলামের মামলার সাক্ষী ছিলেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, মাজারের খাদেম হত্যা মামলার রায়ের আগে ও পরে রথীশ চন্দ্রকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এসব দিক নজরে রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত নানা বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রথীশ চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ৫০ ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে। তদন্তে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা পাওয়া যায়নি।

রথীশ চন্দ্রের স্ত্রী স্নিগ্ধা সরকার বলেছেন, শুক্রবার সকাল সোয়া ছয়টার দিকে স্নান করে বাড়ি থেকে বের হন রথীশ। একটু পরেই ফিরবেন বলে জানান। বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লাল রঙের মোটরসাইকেলে উঠে তিনি চলে যান। তবে মোটরসাইকেলের চালক ব্যক্তিটিকে তিনি (স্নিগ্ধা) চিনতে পারেননি।

পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তদন্তে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে। প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে সংগঠনের কর্মীরা স্লোগান দেন। অবস্থান কর্মসূচি থেকে রথীশকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধারে প্রশাসনকে সময় বেঁধে দেন তাঁরা। এ সময় জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসক এনামুল হাবীব নিজ কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে অবস্থান নেওয়া বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, সকাল থেকে তিনি রথীশ চন্দ্রকে খুঁজে বের করার জন্য করণীয় ঠিক করছেন। স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সকালে তাঁকে ফোন করেছিলেন। তাঁকে খুঁজে বের করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।

প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করেন আন্দোলনকারীরা।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেয় জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। সেখানে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুর রহমান, রংপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান কাজী মো. জুননুন, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বনমালী পাল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সাখাওয়াত রাংগা প্রমুখ।

এ ছাড়া গতকাল রোববার সকালে জেলা আইনজীবী সমিতি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সমিতি গতকাল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত আদালতে কলমবিরতি পালন করে রাজপথে নামে।

এ ছাড়া জেলার লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও একই দাবিতে মানববন্ধন করেন। তাঁরা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

রথীশ চন্দ্র বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তিনি রংপুর জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক। বাবু সোনা নামে পরিচিত এই আইনজীবী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও রংপুর জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি। এছাড়াও রথীশ চন্দ্র নিখোঁজের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।